আজকের কাগজ

তারিখ ...31 MAY 1995...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বাজেট ভাবনা

শিক্ষা খাতে বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না

-ডঃ আআমস আরেফিন সিদ্দিক

বিপ্লব রহমান ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সিনেটের নবনির্বাচিত শিক্ষক সদস্য ডঃ আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, 'শিক্ষা খাতে প্রাধান্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও সরকারের কোনো সুস্পষ্ট এজেন্ডা না থাকায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।' আজকের কাগজকে দেয়া 'প্রাক বাজেট ভাবনা' শিরোনামে একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি এ কথা বলেন। সাক্ষাতকারের বিস্তারিত এখানে পত্রস্থ হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

উত্তর ঃ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃংখলা দৃশ্যমান। একদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে ৩শ' কোটি টাকার শিল্প-কলকারখানা ৩০ কোটি টাকায় হস্তান্তর করা হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ জনসাধারণের ৫ হাজার টাকার ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতার কারণে একতরফাভাবে সম্পদ বাজেয়াপ্ত বা ক্রোক করা হচ্ছে। এতেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা দুষ্টচক্রের কারণে কালোবাজারী ও দুর্নীতিবাজরা অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, আর সাধারণ জনগণ হয়েছে সেই চক্রের শিকার।

এই অর্থনৈতিক বিশৃংখলা গোড়া থেকে অপসারিত করা না গেলে আমরা যতোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলি, তা কোনো ফল বয়ে আনবে না।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আপনি এসব সংস্কার কর্মসূচি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর ঃ সারা বিশ্বেই যে মুক্তবাজার অর্থনীতির ঝড় বয়ে যাচ্ছে, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে আলোকেই কিছু কিছু সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সত্য, তবে তা বাস্তবায়নে বস্তুনিষ্ঠ কার্যকারিতার পরিবর্তে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্যে প্রয়োজন মুক্ত মানসিকতা, অবাধ ও সৎ প্রতিযোগিতা। কিন্তু প্রতিযোগিতার পরিবেশ এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সৃষ্টি না করে একতরফাভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনো গোষ্ঠিকে সুফল দিয়েছে। বৃহত্তর জনসাধারণ এসব কর্মকাণ্ড থেকে এখনো কোনো সুফল পায়নি।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তারপরেও শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে না। এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর ঃ ঘোষণা দেয়া আর বাস্তবতার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে। এ সরকার ও বিগত সরকারগুলোর কার্যক্রম দেখে অন্তত তাই মনে হয়। অতএব ঘোষণা আমাদের সমাজে এখন জোরালো আশার সঞ্চার করে না।

শিক্ষা খাতে তথাকথিত সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়ার পরেও শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি উন্নতির বদলে ক্রমাবনতির দিকে কেনো যাচ্ছে- তা বিশ্লেষণ করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। শিক্ষার অবকাঠামোর উন্নতি ব্যতীত সঠিক উন্নয়ন আনয়ন অসম্ভব।

যেমন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বিশাল অংকের বাজেট বরাদ্দ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে কতোটুকু উন্নয়ন আনবে, তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে নীতিতে, যে লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, আমাদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তা থেকে এখনো বহু দূরে অবস্থান করছে।

মোট কথা, শিক্ষা খাতে বরাদ্দের টাকা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে ব্যয় না হওয়ায় আজ এ সেক্টরে এতো নিরাশা। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল পর্যায়ের লেখাপড়া শেষে প্রচণ্ড আগ্রহ ও যথাযথ যোগ্যতা নিয়েও কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। আর সাফল্যজনকভাবে কলেজের গণ্ডি পার হওয়ার পর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না। এ অবস্থা কোনোক্রমেই

প্রশ্ন ঃ উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষা, যেমন ক্যাডেট কলেজ, মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদি খাতে বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্রকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

এর পর ২-এর পাতায়